

ওওম্

বৈদিক সঙ্ক্যোপাসনাবিধি



স্বাধ্যায় প্রকাশনী

(বাংলাদেশ অগ্নিবীরের একটি নিজস্ব প্রকাশনা)

বৈদিক সন্ধ্যোপাসনাবিধি

প্রচারেঃ বাংলাদেশ অগ্নিবীর

ঠিকানাঃ ৩৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা (কেন্দ্রীয়)

ই-মেইল

bangladeshagniveer@gmail.com

ওয়েবসাইট

www.agniveerbangla.org

ব্লগ

www.back2thevedas.blogspot.com

ফেসবুক পেইজ

www.facebook.com/VedaTheInfallibleWordofGOD

ফেসবুক গ্রুপ

www.facebook.com/groups/agniveerbangladesh

ইউটিউব

www.youtube.com/c/BangladeshAgniveerOfficial

ইন্সটাগ্রাম

www.instagram.com/bangladeshagniveer

টুইটার

www.twitter.com/bdagniveer

এই ই-পুস্তিকাটি বাংলাদেশ অগ্নিবীর এর দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নয়।

ভূমিকা

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ঐক্যের সবচেয়ে বড় অন্তরায় হলো তাদের পৃথক পৃথক ধর্মাচার পালন করা। আমরা সকলেই জানি, সনাতন ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ, অথচ বেদ কতজনই বা দেখেছি! বেদে কী আছে কতজনই বা পড়ে জেনেছি! এ কারণেই বোধ হয় আমাদের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এত মত পার্থক্য। ঈশ্বরের উপাসনার কথাই চিন্তা করুন— কেউ এক বেলা, কেউ দুই বেলা, কেউ তিন বেলা উপাসনা করেন। আবার সবার পদ্ধতিও আলাদা আলাদা, একজনের সাথে আরেকজনের কোনো মিল নেই। তাছাড়া একেক সম্প্রদায়ের গুরু তাদের শিষ্যদের একেক রকম জপমন্ত্র প্রদান করেন, ফলে শিষ্যরা তা অন্ধভাবে অনুসরণ করেন। এর মূল কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে আমরা জপ ও উপাসনার বৈদিক বিধি সম্পর্কে যথাযথভাবে জ্ঞাত নই। আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদে নিত্যদিন পরব্রহ্মের উপাসনার মাহাত্ম্য ও ঈশ্বরস্তুতি সংক্রান্ত বহু মন্ত্র রয়েছে। বেদে ও অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিদিন দুই বেলা উপাসনা করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমত দিনের শুরুতে ব্রাহ্মমুহূর্তে এবং দ্বিতীয়ত দিনের শেষে সূর্যাস্তের পরে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে

বৈদিক সন্ধ্যোপাসনাবিধি

যেমন আমরা স্নান-আহারাদি কর্ম পরিত্যাগ করতে পারি না তদ্রূপ এই সন্ধ্যোপাসনা আমাদের প্রত্যেক করণীয় নিত্যকর্মের অংশ। অনেকে ভাবতে পারেন ঈশ্বরের স্তুতি, উপাসনা করে কি লাভ? তিনি কি আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করবেন? মূলত তা নয়, ঈশ্বরের স্তুতি, উপাসনা করলে ঈশ্বরপ্রীতি জন্মে। পরমাত্মার গুণ, কর্ম, স্বভাব আত্মাতে ধারণ করার মাধ্যমে মানুষের গুণ, কর্ম, স্বভাবের সংশোধন হয়। অর্থাৎ আমরা ঈশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরের গুণসমূহ নিজের মধ্যে ধারণ করে আত্মিক উন্নতি ঘটাতে পারি। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর **“পঞ্চমহাযজ্ঞ বিধি”** পুস্তকে সন্ধ্যোপাসনা বিধি উপযুক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ সমেত ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা এই বইটি তাঁর দ্বারা বর্ণিত উপাসনা পদ্ধতির অনুসরণ করেই প্রস্তুত করেছি। বাংলাদেশ অগ্নিবীরের লক্ষ্য হচ্ছে দেশের সর্বত্র বৈদিক সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার করা। আর সেই লক্ষ্যে আমরা নানাভাবে কাজ করে চলেছি, বিশেষত তরুণ সমাজের মাঝে। আমরা বেদাদি আর্য শাস্ত্রের অনুবাদ, বৈদিক মান্যতা ভিত্তিক অন্যান্য গ্রন্থসমূহ প্রকাশের মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান ও সংস্কৃতিকে আরো বিস্তার করতে চাই। আর সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই “বাংলাদেশ অগ্নিবীর” এর দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে **“বৈদিক সন্ধ্যোপাসনা বিধি”** প্রকাশিত হচ্ছে।

ওঙ্কার উচ্চারণ বিধি

বেদমন্ত্র উচ্চারণের শুরুতে ও শেষে, প্রণব (ওতম) উচ্চারণ করতে হয় (মনুস্মৃতি ২।৭৪)। ওঙ্কার সর্বদা প্লুতস্বরে উচ্চারণ করা উচিত (পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী ৮।২।৮৭)।

হ্রস্বস্বর অ-কার উচ্চারণ করতে যত সময় লাগে, দীর্ঘস্বর আ-কার উচ্চারণে তার দ্বিগুণ সময় লাগে এবং প্লুতস্বরে উচ্চারণ করতে সেই দীর্ঘস্বরের তিনগুণ সময় লাগে অর্থাৎ তিনটি “অ” বর্ণ ঠিক পর পর উচ্চারণ করার মতো বুঝবেন। ‘ও’ এবং ‘ম্’ এর মধ্যে যে সংখ্যাবাচক ‘৩’ অঙ্করটি ব্যবহার করা হয়, সেটির দ্বারা প্লুতস্বর চিহ্ন বোঝানো হয়। এই প্লুতস্বরকে ত্রিমাত্র স্বর বলে।

অবগ্রহ (২) উচ্চারণ বিধি

সংস্কৃতে লুপ্ত অ-কে 'অবগ্রহ' বলা হয়। এটি বাংলায় ২ (অর্ধমাত্রা হ) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই অবগ্রহ চিহ্ন ২ যে সকল স্থানে আসবে সেখানে কোনোকিছুর উচ্চারণ হবে না। যথা— তপসোহধ্যজায়ত, এখানে 'তপসো' এর পর অবগ্রহ চিহ্ন-২ এসেছে। এটি এখানে অনুচ্চারিত থাকবে। অর্থাৎ তপসোহধ্যজায়ত এর উচ্চারণ হবে তপসোধ্যজায়ত। মূলত সংস্কৃতে দুটি শব্দের সন্ধির কারণে অবগ্রহ চিহ্নের আবির্ভাব ঘটে। উচ্চারণের ক্ষেত্রে এর কোনো ভূমিকা নেই। তাই এই অবগ্রহ চিহ্ন-২ যেখানে আসবে সেখানে তা নিঃশব্দ হিসেবে থাকবে, এর আলাদা কোনো উচ্চারণ হবে না।

অথ সঙ্ক্যোপাসনা বিধিঃ

‘সঙ্ক্যা’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে— ‘সঙ্ক্যায়ন্তি সঙ্ক্যায়তে বা পরব্রহ্ম যস্য্যাং সা সঙ্ক্যা’ অর্থাৎ যার মাধ্যমে পরমেশ্বরের ধ্যান করা হয়, সেটিই মূলতঃ ‘সঙ্ক্যা’। এজন্য রাত এবং দিনের সংযোগকালে দুই সঙ্ক্যাবেলায় (সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পর) প্রত্যেক মানবেরই পরমেশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করা উচিত। বেদে বলা হয়েছে—

সায়ংসায়ং গৃহপতিনো অগ্নিঃ প্রাতঃপ্রাতঃ সৌমনসস্য দাতা।

বসোর্বসোর্বসুদান এধি বয়ং ত্বেক্ষানাস্তস্বং পুষেম।।

(অথর্ব০ ১৯।৫৫।৩)

অনুবাদঃ প্রতিনিয়ত সায়াহ্নে (দিনের শেষে) এবং প্রাতঃকালে (ভোরবেলায় ব্রাহ্মমুহূর্তে) আমাদের গৃহের রক্ষক তেজস্বী পরমেশ্বর! তুমি উত্তম চিত্ত, উত্তম সংকল্পযুক্ত মন এবং সুখের

বৈদিক সঙ্ক্যোপাসনাবিধি

দাতা হও। তোমার অনন্ত গুণসমূহ প্রকাশিত করে, আমরা নিজেদের শরীরকে পুষ্ট করি।

দুই বেলা সঙ্ক্যা উপাসনার শাস্ত্রীয় প্রমাণঃ— শাস্ত্রে দিনে দুই বেলা উপাসনা ও বিশেষ করে গায়ত্রী মন্ত্র জপের মাহাত্ম্য ধ্বনিত হয়েছে, প্রথমত প্রাতঃকালে সূর্য উদয়ের পূর্বে, আর দ্বিতীয়ত দিনের শেষে সায়াহ্নে, দিন ও রাতের সন্ধিকালে। সূর্য উদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে ওঠে গায়ত্রী মন্ত্র জপ সহ উপাসনা কর্ম করতে হবে এবং দিনের শেষে সূর্যাস্তের পরেও গায়ত্রী মন্ত্র জপ সহ উপাসনা করতে হবে। এই ব্যাপারে মনুস্মৃতির দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১০১-১০২ নম্বর শ্লোকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে—

পূর্বাং সঙ্ক্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ সাবিত্রীমার্কদর্শনাৎ।

পশ্চিমাং তু সমাসীনঃ সম্যগৃক্ষবিভাবনাৎ।। ১০১।।

অনুবাদঃ প্রাতঃসঙ্ক্যাকালে সূর্যোদয় দর্শন পর্যন্ত সাবিত্রী (গায়ত্রী) জপ করতে করতে আসনে স্থিত হবে এবং সূর্যাস্তের পর যে পর্যন্ত নক্ষত্রমণ্ডলের দর্শন না হয়, ততক্ষণ আসনে সমাসীন হয়ে সায়াংসঙ্ক্যার উপাসনা করবে।

পূর্বাং সঙ্ক্যাং জপংস্তিষ্ঠন্নৈশমেনো ব্যপোহতি।

পশ্চিমাং তু সমাসীনো মলং হন্তি দিবাকৃতম্।। ১০২।।

বৈদিক সঙ্কোপাসনাবিধি

অনুবাদঃ প্রাতঃসঙ্ক্যাকালে আসনে বসে গায়ত্রী জপ করলে রাত্রিকালীন মানসিক মলিনতা বা দোষসমূহ দূর হয় এবং আসনে সমাসীন হয়ে সায়াংসঙ্ক্যাকালে গায়ত্রী জপ করলে দিনের বেলায় সঞ্চিওত মানসিক মলিনতা বা দোষসমূহ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

অভিপ্রায় এই যে, প্রতিদিন দুই সময়ে সঙ্কোপাসনা করার মাধ্যমে পূর্ববেলায় সঞ্চিওত দোষসমূহের উপর চিন্তন-মনন এবং পশ্চাত্তাপ করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে না করার জন্য সংকল্প করা হয় তথা গায়ত্রী জপের দ্বারা নিজের সংস্কারকে শুদ্ধ-পবিত্র করা সম্ভব। সঙ্কোপাসনা মোট দশটি ধাপে সম্পন্ন হয়। সেই ধাপগুলো হল— (১) আচমন, (২) ইন্দ্রিয় স্পর্শ, (৩) মার্জন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) অঘমর্ষণ, (৬) মনসা পরিক্রমা, (৭) উপস্থান, (৮) গায়ত্রী পাঠ, (৯) সমর্পণ এবং (১০) নমস্কার।

সঙ্ক্যার প্রস্তুতিঃ প্রথমে জল দ্বারা শরীর পরিষ্কার করে শরীরের বাহ্য শুদ্ধি এবং রাগ-দ্বেষ ইত্যাদিকে ত্যাগ পূর্বক শান্ত হয়ে অন্তরের শুদ্ধি করা প্রয়োজন। কেননা, মনুসংহিতায় লেখা হয়েছে যে—

অন্ডির্গাত্মাণি শুধ্যন্তি মনঃসত্যেন শুধ্যতি।

বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥

(মনু ০ ৫।১০৯)

বৈদিক সঙ্কোপাসনাবিধি

অর্থাৎ শরীর জল দ্বারা, মন সত্য দ্বারা এবং জীবাত্মা— বিদ্যা, তপস্যা এবং জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু, শরীরশুদ্ধির চেয়েও অন্তরের শুদ্ধি করা অবশ্য কর্তব্য। [কারণ, সেটিই সর্বোত্তম এবং পরমেশ্বর প্রাপ্তির একমাত্র উপায়।]

উপাসনার শুরুর পূর্বে প্রথমে হাত দিয়ে মার্জন করতে হবে অর্থাৎ, পরমেশ্বরের ধ্যান বা উপাসনার সময় কোন প্রকার আলস্য যেন না আসে, সেজন্য মাথা এবং চোখের ওপর জলের ছিটা দিতে হবে। যদি আলস্য না আসে, তাহলে এসবের প্রয়োজন নেই। তারপর কমপক্ষে তিনবার প্রাণায়াম করতে হবে এবং প্রাণায়াম করার সময় **ওম্** (ওঙ্কার) জপ করতে হবে। অর্থাৎ, ভেতরের নিঃশ্বাস বায়ুকে বলপূর্বক বের করে যথাশক্তি বাইরেই আটকে দিতে হবে। এরপর ধীরে ধীরে প্রশ্বাস গ্রহণ করে কিছুটা ভেতরে আটকে রেখে, পরে বাইরে বের করে দিতে হবে। এরপর সেটিও কিছুটা আটকে রাখতে হবে। এইভাবে কমপক্ষে তিনবার করতে হবে। এভাবে আত্মা এবং মনের স্থিরতা আসে।

শিখা বন্ধনঃ এর পর নিম্নলিখিত গায়ত্রী মহামন্ত্র উচ্চারণপূর্বক মাথায় শিখা (টিকি) থাকলে তা বেঁধে নিতে হবে। এর প্রয়োজন হচ্ছে যেন চুল এলোমেলো হয়ে না থাকে। আর যদি কেশ এলোমেলো না থাকে বা ছোট থাকে, তবে বাঁধার দরকার নেই। কেশ রক্ষা করার প্রয়োজন হচ্ছে, পরমেশ্বর যেন আমাদের দ্বারা

বৈদিক সন্ধ্যোপাসনাবিধি

প্রার্থিত হয়ে সকল ভালো কর্মে ও সদা সমস্ত জায়গায় আমাদের রক্ষা করেন।

ও৩ম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্বরৈণ্যৎ। ভর্গো দেবস্য
ধীমহি। ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।

(যজু০ ৩৬।৩)

সরলার্থঃ পরমাত্মা প্রাণস্বরূপ, দুঃখনাশক এবং সুখস্বরূপ। জগদুৎপাদক দিব্যগুণযুক্ত পরমাত্মার সেই বরণীয় শুদ্ধ বিজ্ঞানময় স্বরূপকে আমরা সদা প্রেম ও ভক্তিপূর্বক ধ্যান করে নিজেদের আত্মাতে ধারণ করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সকল মন্দকর্ম থেকে পৃথক করে সদা উত্তম কর্মে প্রবৃত্ত করেন।

অথ আচমন মন্ত্রঃ

ডান হাতের তালুতে একটু জল নিয়ে নিম্নবর্ণিত মন্ত্রে তিনবার আচমন করতে হবে। আচমনে আলস্য দূর ও কণ্ঠনালীর শ্লেষ্মা নিবারণ হয়। জলের অভাবে শুধু মন্ত্রপাঠ করলেও চলবে।

ও৩ম্ শম্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে।

শংয়োরভিস্রবন্তু নঃ।।

(যজু০ ৩৬।১২)

বৈদিক সঙ্কোপাসনাবিধি

সরলার্থঃ হে জগদীশ্বর! যেরূপ আকাজ্জিত আনন্দ লাভের জন্য, পান করার জন্য দিব্যগুণযুক্ত জল আমাদের পূর্ণানন্দ প্রাপ্তির জন্য কল্যাণকারী হয়, সেইরূপ আমাদের ওপর সর্বদা সুখের বর্ষণ করো।

[কৌশিক গৃহসূত্র ১৪।৪ অনুযায়ী, এই মন্ত্রের দ্বারা আচমনের বিধি রয়েছে। কারণ এই মন্ত্রে জলের দিব্যগুণ ও জলের দ্বারা শুদ্ধতার বর্ণনা আছে।]

অথ ইন্দ্রিয় স্পর্শ মন্ত্ৰাঃ

এরপর বাম হাতের তালুতে জল নিয়ে ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকা আঙ্গুল দিয়ে জল স্পর্শ করতে হবে। প্রথমে ডান দিকের, তারপর বাম দিকের অঙ্গ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনাপূর্বক স্পর্শ করতে হবে। এর অভিপ্রায় হচ্ছে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা দ্বারা যেন সকল ইন্দ্রিয় বলবান হয়।

ওতম্ বাক্ বাক্ ।।

এই মন্ত্রে মুখের ডান ও বাম
পাশে

ওতম্ প্রাণঃ প্রাণঃ ।।

এই মন্ত্রে ডান ও বাম নাসারন্ধ্রে

ওতম্ চক্ষুঃ চক্ষুঃ ।।

এই মন্ত্রে ডান ও বাম নেত্রে

বৈদিক সঙ্কোপাসনাবিধি

ওতম্ শ্রোত্রং শ্রোত্রম্।।

এই মন্ত্রে ডান ও
বাম কর্ণে

ওতম্ নাভিঃ।।

এই মন্ত্রে নাভিতে

ওতম্ হৃদয়ম্।।

এই মন্ত্রে হৃদয়ে

ওতম্ কণ্ঠঃ।।

এই মন্ত্রে কণ্ঠে

ওতম্ শিরঃ।।

এই মন্ত্রে মস্তকে

ওতম্ বাহুভ্যাং যশৌবলম্।।

এই মন্ত্রে উভয় বাহু
ও কাঁধের সন্ধিস্থলে

ওতম্ করতল করপৃষ্ঠে।।

এই মন্ত্রে উভয়
হাতের তালু ও
পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করতে
হবে।

সরলার্থঃ হে পরমাত্মা! আমার বাকশক্তি ও রসেন্দ্রিয়
(জিহ্বা) সবল হোক। আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের শক্তি ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়
(নাসিকা) সবল হোক। আমার স্থূল চক্ষু ও জ্ঞানচক্ষু সবল হোক।

বৈদিক সন্ধ্যোপাসনাবিধি

আমার স্থূল শব্দেরি (কান) ও বিবেকবাণী শোনার জ্ঞানশ্রুতি
সবল হোক। আমার বাহুদ্বয় বলশালী ও যশস্বী হোক। আমার
করতল ও করপৃষ্ঠ ধর্মকার্য করুক।

অথ মার্জন মন্ত্রাঃ

পুনরায় বাম হাতের তালুতে জল নিয়ে ডান হাতের মধ্যমা
ও অনামিকা আঙ্গুল দ্বারা মন্ত্রানুসারে নিম্নলিখিত অঙ্গে জল ছিটিয়ে
ঈশ্বরের নিকট ঐ সব অঙ্গের পবিত্রতা ও শুদ্ধিকরণের জন্য
প্রার্থনা করতে হবে—

উদ্দেশ্যঃ জল ছিটিয়ে দেবার সময় প্রার্থনা করবেন যে, “হে
পরমাত্মা! আমাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গকে আমরা
যেন ‘সদা পুনাতু’ অর্থাৎ সর্বদা পবিত্র রাখতে পারি। এদের দ্বারা
কোন রকম পাপকর্ম যেন না হয়।”

তারপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে বিভিন্ন অঙ্গে জলের ছিটা দিতে
হবে—

ওতম্ ভূঃ পুনাতু শিরসি।।

এই মন্ত্রে মস্তকে

ওতম্ ভুবঃ পুনাতু নেত্রয়োঃ।।

এই মন্ত্রে দুই নেত্রে

ওতম্ স্বঃ পুনাতু কণ্ঠে ॥

এই মন্ত্রে কণ্ঠে

ওতম্ মহঃ পুনাতু হৃদয়ে ॥

এই মন্ত্রে হৃদয়ে

ওতম্ জনঃ পুনাতু নাভ্যাম্ ॥

এই মন্ত্রে নাভিতে

ওতম্ তপঃ পুনাতু পাদয়োঃ ॥

এই মন্ত্রে উভয় পদে

ওতম্ সত্যং পুনাতু পুনঃ শিরসি ॥

এই মন্ত্রে মস্তকে

ওতম্ খং ব্রহ্ম পুনাতু সর্বত্র ॥

এই মন্ত্রে সর্বাস্থে

জলের ছিটা দিবে।

সরলার্থঃ হে প্রাণস্বরূপ পরমাত্মা! আমার মস্তককে পবিত্র করো। হে দুঃখনাশক পরমাত্মা! আমার চক্ষুযুগলকে পবিত্র করো। হে আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা! আমার কণ্ঠকে পবিত্র করো। হে সকলের পূজনীয় মহান পরমাত্মা! আমার হৃদয়কে পবিত্র করো। হে সর্বোৎপাদক পরমাত্মা! আমার নাভিকে পবিত্র করো। হে তেজস্বী পরমাত্মা! আমার চরণযুগলকে পবিত্র করো। হে অবিনশ্বর পরমাত্মা! পুনরায় আমার মস্তককে পবিত্র করো। হে সর্বব্যাপী পরমাত্মা! আমার সমগ্র দেহকে পবিত্র করো।

বৈদিক সঙ্কোপাসনাবিধি

অথ প্রাণায়াম মন্ত্ৰাঃ

নিম্নলিখিত মন্ত্ৰে ঈশ্বরের বিভিন্ন নামে মানসিক জপ করে কমপক্ষে তিনবার বা ঊর্ধ্বে একুশবার প্রাণায়াম করতে হবে। প্রাণায়ামের অভ্যাসে হৃৎপিণ্ড, শ্বাসযন্ত্র, শিরা ও ধমনীর কার্য সুষ্ঠুরূপে চালিত হয় এবং শরীর নীরোগ হয়। এছাড়াও প্রাণায়াম সাধন দ্বারা অজ্ঞানতার আবরণ নষ্ট হয়। প্রাণায়ামের অভ্যাসে ইন্দ্রিয়ের দোষও বিনষ্ট হয়—

ওতম্ ভূঃ। ওতম্ ভুবঃ। ওতম্ স্বঃ। ওতম্ মহঃ। ওতম্
জনঃ। ওতম্ তপঃ। ওতম্ সত্যম্।।

(তৈত্তিরীয় আরণ্যক০ প্র০ ১০। অনু০ ২৭)

সরলার্থঃ পরমাত্মা প্রাণস্বরূপ। পরমাত্মা দুঃখনাশক।
পরমাত্মা আনন্দস্বরূপ। পরমাত্মা সকলের পূজনীয়। পরমাত্মা
সর্বোৎপাদক। পরমাত্মা তেজঃস্বরূপ। পরমাত্মা অবিনশ্বর।।

নিম্নলিখিত

অথ অঘমর্ষণ মন্ত্ৰাঃ

নিম্নলিখিত তিনটি অঘমর্ষণ মন্ত্ৰ দ্বারা সৃষ্টি-রচনা মনন করতে হবে। “অঘ” অর্থ কলুষতা, “মর্ষণ” অর্থ দূর করা। সৃষ্টির মধ্যে নিয়ন্তা ও স্রষ্টার নিয়ম ও অপূর্ব কৌশল বর্তমান। গভীর দৃষ্টিতে

বৈদিক সন্ধ্যোপাসনাবিধি

এর দর্শনের দ্বারা পরমাত্মার মহিমা, ঐশ্বর্য ও অস্তিত্ব মনে যতই উজ্জ্বল হতে থাকবে, কলুষতা ততই দূর হবে। মন্ত্রচিন্তার সঙ্গে পাপ-প্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকার সংকল্পও গ্রহণ করতে হবে।

ওতম্ ঋতং চ সত্যং চাভীদ্বাং তপসোহধ্যজায়ত।

ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অৰ্ণবঃ।।

(ঋগ্বেদ ১০।১৯০।১)

সরলার্থঃ পরমাত্মার অনন্ত সামর্থ্য দ্বারা সকল বিদ্যার কোষ “বেদ” এবং ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি কার্যরূপ হয়ে উৎপন্ন হয়েছে। তাঁর অনন্ত সামর্থ্য দ্বারা রাত্রি ও মেঘমণ্ডলে বিদ্যমান সমুদ্র (মেঘরূপে সঞ্চিত জলরাশি) উৎপন্ন হয়েছে।

ওতম্ সমুদ্রাদৰ্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।

অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিশতো বশী।।

(ঋগ্বেদ ১০।১৯০।২)

সরলার্থঃ সর্বনিয়ন্ত্রক পরমেশ্বর জলপূর্ণ আকাশ উৎপত্তির পর সংবৎসর অর্থাৎ ক্ষণ, মুহূর্ত, প্রহর ইত্যাদি কাল সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সহজস্বভাব দ্বারা জগতের রাত্রি, দিবস, ঘটিকা, মুহূর্ত ও ক্ষণ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়েছে।

বৈদিক সঙ্কোপাসনাবিধি

ও৩ম সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ ।

দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥

(ঋগ্বেদ ১০।১৯০।৩)

সরলার্থঃ পরমাত্মা যেভাবে পূর্ব কল্পে সূর্য, চন্দ্রাদি, প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং আকাশের মাঝে লোক-লোকান্তর [গ্রহ, নক্ষত্রাদি] রচনা করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই বর্তমান কল্পেও রচনা করেছেন।

এই তিনটি মন্ত্র পাঠ করে পুনরায় “ও৩ম শম্মো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্ত পীতয়ে। শংয়োরভিস্রবন্ত নঃ ॥ (যজুঃ ৩৬।১২)” এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার আচমন করতে হবে।

অথ মনসা পরিক্রমা মন্ত্রাঃ

নিম্নলিখিত মন্ত্রের দ্বারা সর্বব্যাপক পরমাত্মার স্তুতি ও প্রার্থনা করতে হবে। এক পরমাত্মারই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসূচক নাম রয়েছে। পরমাত্মার এসব বৈশিষ্ট্য দ্বারা অর্থাৎ তাঁর জ্ঞানময়, বরণীয়, মঙ্গলময়, সর্বব্যাপক, ঐশ্বর্যবান স্বরূপ দ্বারা তিনি নানাভাবে আমাদের রক্ষা করেন। তাই পরমাত্মার নিকট প্রার্থনাপূর্বক মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হবে এবং নিজের মনের ভেতরে ও বাইরে এবং এই জগতের চতুর্দিকে পরমাত্মাকে পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত জেনে

বৈদিক সঙ্কোপাসনাবিধি

উপাসক সর্বদা নির্ভয়, নিঃশঙ্ক, উৎসাহী, আনন্দিত ও পুরুষার্থী থাকবে—

ওতম্ প্রাচী দিগগ্নিরধিপতিরসিতো রক্ষিতাদিত্যা ইষবঃ।
তেভ্যো নমোহধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম
এভ্যো অস্তু। য়োতঃস্মান্ দ্বেষ্টি য়ং বয়ং দ্বিস্মন্তং বো জস্তু
দধ্বঃ।।১।। (অথর্ব০ ৩।২৭।১)

সরলার্থঃ অগ্নি অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা পূর্ব দিকের
অধিপতি। যিনি সমগ্র জগতের স্বামী, বন্ধনরহিত, সর্বপ্রকারে
রক্ষাকর্তা, সূর্যরশ্মিসমূহ যাঁর বাণের সমান, সেই সব গুণের
অধিপতি ঈশ্বরের গুণকে এবং তাঁর নির্মিত রক্ষক পদার্থসমূহকে
আমরা বারবার নমস্কার করি। যে সকল প্রাণী আমাদের দ্বেষ
করে এবং আমরা যাদের দ্বেষ করি, সেই সকল দ্বেষভাবকে
আমরা পরমাত্মার ন্যায়াধীন করি।।১।।

ওতম্ দক্ষিণা দিগিল্লোহধিপতিস্তিরশ্চিরাজী রক্ষিতা
পিতর ইষবঃ। তেভ্যো নমোহধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো
নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। য়োতঃস্মান্ দ্বেষ্টি য়ং বয়ং
দ্বিস্মন্তং বো জস্তু দধ্বঃ।।২।। (অথর্ব০ ৩।২৭।২)

সরলার্থঃ ইন্দ্র অর্থাৎ পূর্ণ ঐশ্বর্যবান্ পরমাত্মা দক্ষিণ দিকের
অধিপতি। যেসব কীট, পতঙ্গ, বৃশ্চিক ইত্যাদি বক্রগতিসম্পন্ন

বৈদিক সঙ্কোপাসনাবিধি

প্রাণীসমূহ রয়েছে, সেগুলো থেকে রক্ষাকারী, আমাদের রক্ষার নিমিত্ত সৃষ্টিতে জ্ঞানী ব্যক্তি যাঁর বাণের সমান; সেই সব গুণের অধিপতি ঈশ্বরের গুণকে এবং তাঁর নির্মিত রক্ষক পদার্থসমূহকে আমরা বারবার নমস্কার করি। যে সকল প্রাণী আমাদের দ্বেষ করে এবং আমরা যাদের দ্বেষ করি, সেই সকল দ্বেষভাবকে আমরা পরমাত্মার ন্যায়াধীন করি।।২।।

ও৩ম্ প্রতীচী দিগ্বরুণোহধিপতিঃ পৃদাকু
রক্ষিতান্নমিষবঃ। তেভ্যো নমোহধিপতিভ্যো নমো
রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। যো৩হস্মান্ দ্বেষ্টি
য়ং বয়ং দ্বিঅস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ।।৩।। (অথর্ব০ ৩।২৭।৩)

সরলার্থঃ বরুণ অর্থাৎ সবার চেয়ে উত্তম পরমেশ্বর পশ্চিম দিকের অধিপতি। যিনি ভয়ংকর সর্পের ন্যায় বিষধর প্রাণীদের থেকে আমাদের রক্ষাকারী, অন্ন অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পদার্থ যাঁর বাণের সমান; সেই সব গুণের অধিপতি ঈশ্বরের গুণকে এবং তাঁর নির্মিত রক্ষক পদার্থসমূহকে আমরা বারবার নমস্কার করি। যে সকল প্রাণী আমাদের দ্বেষ করে এবং আমরা যাদের দ্বেষ করি, সেই সকল দ্বেষভাবকে আমরা পরমাত্মার ন্যায়াধীন করি।।৩।।

ও৩ম্ উদীচী দিক্ সোমোহধিপতিঃ স্বজো
রক্ষিতাশনিরিশবঃ। তেভ্যো নমোহধিপতিভ্যো নমো
রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। যো৩হস্মান্ দ্বেষ্টি
য়ং বয়ং দ্বিস্তং বো জস্তে দধ্মঃ।।৪।। (অথর্ব০ ৩।২৭।৪)

সরলার্থঃ সোম অর্থাৎ শান্তিস্বরূপ পরমাত্মা উত্তর দিকের
অধিপতি। যিনি জন্মরহিত এবং সকলের রক্ষাকর্তা, আমাদের
রক্ষার্থে বিদ্যুৎ যাঁর বাণের সমান; সেই সব গুণের অধিপতি
ঈশ্বরের গুণকে এবং তাঁর নির্মিত রক্ষক পদার্থসমূহকে আমরা
বারবার নমস্কার করি। যে সকল প্রাণী আমাদের দ্বেষ করে এবং
আমরা যাদের দ্বেষ করি, সেই সকল দ্বেষভাবকে আমরা
পরমাত্মার ন্যায়াধীন করি।।৪।।

ও৩ম্ ধ্রুবা দিগ্ বিষ্ণুরধিপতিঃ কল্মাষগ্রীবো রক্ষিতা
বীরুধ ইষবঃ। তেভ্যো নমোহধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো
নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। যো৩হস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং
দ্বিস্তং বো জস্তে দধ্মঃ।।৫।। (অথর্ব০ ৩।২৭।৫)

সরলার্থঃ বিষ্ণু অর্থাৎ সর্বব্যাপক পরমাত্মা নিম্ন দিকের
অধিপতি। কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষাদি যাঁর গ্রীবার ন্যায়, সমস্ত বৃক্ষলতাদি
যাঁর বাণের সমান; সেই পরমাত্মা অধোদিশায় আমাদের রক্ষা
করেন। সেই সব গুণের অধিপতি ঈশ্বরের গুণকে এবং তাঁর

বৈদিক সঙ্কোপাসনাবিধি

নির্মিত রক্ষক পদার্থসমূহকে আমরা বারবার নমস্কার করি। যে সকল প্রাণী আমাদের দ্বেষ করে এবং আমরা যাদের দ্বেষ করি, সেই সকল দ্বেষভাবকে আমরা পরমাত্মার ন্যায়াধীন করি।।৫।।

ও৩ম্ উর্ধ্বা দিগ্ বৃহস্পতিরধিপতিঃ শ্বিত্রো রক্ষিতা
বর্ষমিষবঃ। তেভ্যো নমোহধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম
ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। যো৩হস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিমন্তং
বো জম্ভে দধ্মঃ।।৬।। (অথর্ব০ ৩।২৭।৬)

সরলার্থঃ বৃহস্পতি অর্থাৎ বেদ বাণীর স্বামী পরমেশ্বর উর্ধ্ব
দিকের অধিপতি। আমাদের রক্ষার নিমিত্তে বৃষ্টির জলবিন্দু যাঁর
বাণের সমান, সেই পরমেশ্বর আমাদের শ্বেত কুষ্ঠাদি রোগ থেকে
রক্ষা করেন। সেই সব গুণের অধিপতি ঈশ্বরের গুণকে এবং তাঁর
নির্মিত রক্ষক পদার্থসমূহকে আমরা বারবার নমস্কার করি। যে
সকল প্রাণী আমাদের দ্বেষ করে এবং আমরা যাদের দ্বেষ করি,
সেই সকল দ্বেষভাবকে আমরা পরমাত্মার ন্যায়াধীন করি।।৬।।

অথ উপস্থান মন্ত্রাঃ

নিম্নলিখিত চারটি মন্ত্রে পরমাত্মার স্তুতি ও প্রার্থনা করে তাঁর
স্বরূপ ধ্যান করতে হবে। “উপ” শব্দের অর্থ হল নিকটে এবং
“স্থান” অর্থ হল অবস্থান করা। উপস্থান অর্থ পরমাত্মার গুণচিন্তায়

বৈদিক সঙ্কোপাসনাবিধি

নিমগ্ন হওয়া। উপস্থান ও উপাসনা একই অর্থ প্রকাশ করে। মানুষ যাঁর গুণ চিন্তা করে, ধীরে ধীরে তাঁর গুণই প্রাপ্ত হয়। মানুষ অন্য মানুষের উপাসনা করলে, সেই উপাস্য মানুষের দুর্গুণও ধীরে ধীরে প্রাপ্ত হয়। দোষশূন্য মানুষ পাওয়া যায় না। এইজন্য পূর্ণ পরমাত্মাই মানুষের একমাত্র উপাস্য। উপাসক কৃতাঞ্জলিপুটে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উপস্থান মন্ত্রে প্রার্থনা করবে ও পরমাত্মার স্বরূপ চিন্তা করবে।

ও৩ম্ উদ্বয়ং তমসম্পরি স্বঃ পশ্যন্তুহউত্তরম্।

দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্।।

(যজু০ ৩৫।১৪)

সরলার্থঃ সমস্ত অন্ধকার থেকে পৃথক জ্যোতি স্বরূপ, প্রলয়ের পরেও সদা বর্তমান, দেবগণেরও পরম দেবতা অর্থাৎ প্রকাশদাতাদেরও যিনি প্রকাশক, সমস্ত চরাচর জগতের আত্মা, জ্ঞানস্বরূপ ও সর্বোত্তম পরমাত্মাকে জানতে পেরে আমরা সত্যকে লাভ করেছি।

ও৩ম্ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।

দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্।।

(যজু০ ৩৩।৩১)

বৈদিক সঙ্কোপাসনাবিধি

সরলার্থঃ ঋগ্বেদাদি চার বেদের প্রকাশক, সকল দেবতারও পরমদেবতা এবং সমগ্র জীবজগতের প্রকাশক, যাঁকে বেদমন্ত্র ও জগতের পৃথক পৃথক রচনাদি নিয়ামক গুণ প্রকাশিত করে থাকে, সেই পরমাত্মাকে বিশ্ববিদ্যার প্রাপ্তির জন্য আমরা ভক্তিপূর্বক উপাসনা করি।

ওতম্ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাপ্নেঃ।
আপ্তা দ্যাবাপৃথিবীতন্তরিক্ষং সূর্যতাত্মা জগতন্তুষ্ণশ্চ
স্বাহা।। (যজু০ ৭।৪২)

সরলার্থঃ প্রাণীসকল ও জড় জগতের যিনি আত্মা, যিনি সূর্য ও অন্য সব লোক-লোকান্তরকে সৃষ্টি, ধারণ ও রক্ষা করেন, যিনি মিত্র অর্থাৎ রাগদ্বৈষরহিত মানুষ তথা সূর্যলোক ও প্রাণের চক্ষু প্রকাশ করেন, যিনি মানুষ, প্রাণ, অপান ও অগ্নিকে প্রকাশ করেন, যিনি বিদ্বানদের হৃদয়ে সদা প্রকাশিত থাকেন, যিনি সকল মানুষের সব দুঃখ নাশ করার জন্যে পরম শক্তি স্বরূপ; সেই পরমেশ্বর আমাদের হৃদয়ে যথাবৎ প্রকাশিত আছেন।

ওতম্ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ
শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্র ব্রবাম
শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ।।
(যজু০ ৩৬।২৪)

বৈদিক সঙ্কোপাসনাবিধি

সরলার্থঃ যে পরমাত্মা সর্বদ্রষ্টা, ধার্মিক বিদ্বানদের পরম হিতকারী তথা সৃষ্টির পূর্ব, পশ্চাৎ ও মধ্য কালে সত্যরূপে বর্তমান আছেন, সেই পরব্রহ্ম সৃষ্ট জগৎকে আমরা যেন শত বর্ষ পর্যন্ত দেখতে পারি, শতবর্ষ জীবন ধারণ করতে পারি, শতবর্ষ শুনতে পারি, শতবর্ষ সেই পরমেশ্বরের গুণগান করতে পারি এবং তাঁর কৃপায় আমরা যেন কখনো পরাধীন না হই। সেই পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন ও কৃপা দ্বারা শত বর্ষের পরেও আমরা দেখব, জীবিত থাকব, শুনবো এবং স্বতন্ত্র থাকব।

এই চারটি মন্ত্র পাঠ করে পুনরায় "ওতম্ শম্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্ত পীতয়ে। শংয়োরভিস্রবন্ত নঃ।। (যজুঃ ৩৬।১২)" এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার আচমন করতে হবে।

অথ গায়ত্রী মন্ত্রঃ

গায়ত্রী মন্ত্রের নামই গুরুমন্ত্র। গুরু অর্থে শ্রেষ্ঠ। “সাবিত্রাস্তু পরং নাস্তি” (মনুঃ ২। ৮৩) অর্থাৎ গায়ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন মন্ত্র নাই। অতএব, গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ বিচারপূর্বক পরমাত্মার ধ্যান করবেন—

বৈদিক সঙ্কোপাসনাবিধি

ও৩ম্ ভূৰ্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুৰ্বরেন্যৎ। ভর্গো দেবস্য
ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।

(যজুঃ ৩৬।৩)

সরলার্থঃ পরমাত্মা প্রাণস্বরূপ, দুঃখনাশক, সুখস্বরূপ।
জগদুৎপাদক দিব্যগুণযুক্ত পরমাত্মার সেই বরণীয় শুদ্ধ
বিজ্ঞানস্বরূপকে আমরা সদা প্রেম ভক্তিপূর্বক ধ্যান করে নিজেদের
আত্মাতে ধারণ করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সকল মন্দ কর্ম
থেকে পৃথক করে সর্বদা উত্তম কর্মে প্রবৃত্ত করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ [গায়ত্রী মন্ত্র বৈদিক উপাসনার মুখ্য অংশ, যদি
কেউ পুরো উপাসনাবিধি আয়ত্ত নাও করতে পারে, তবুও তার
উচিত অন্তত গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা।]

অথ সমর্পণম্

এভাবে সকল মন্ত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম পূর্বক পরমেশ্বরের
উপাসনা করে নিম্নলিখিত বাক্য দ্বারা উপাসক অহংকার নিবৃত্তির
জন্য সঙ্কোপ উপাসনারূপ কর্মকে পরমেশ্বরের কাছে সমর্পণ
করবে।

বৈদিক সঙ্কোপাসনাবিধি

হে ঈশ্বর দয়ানিধে! ভবৎ কৃপয়াহনেন জপোপাসনাদি
কর্মণা ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং সদ্যঃ সিদ্ধির্ভবেন্নঃ।।

সরলার্থঃ হে ঈশ্বর দয়ানিধি! তোমার কৃপায় যে যে উত্তমকর্ম
আমরা করে থাকি, সেসব কর্ম তোমাকে অর্পণ করছি। আমরা
জপোপাসনাদি কর্মের দ্বারা তোমার কৃপায় ধর্ম, অর্থ, কাম ও
মোক্ষের সিদ্ধি যেন শীঘ্রই প্রাপ্ত হই।

অথ নমস্কার মন্ত্রঃ

নিম্নলিখিত মন্ত্রে পরমাত্মাকে নমস্কার করে তাঁর নিকট
আত্মসমর্পণ করতে হবে—

ও৩ম্ নমঃ শম্বায় চ ময়োভবায় চ।

নমঃ শঙ্করায় চ ময়ঙ্করায় চ।

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।।

স্রোত প্রকরণে (যজুঃ ১৬।৪১)
নির্গুণিক দ্বৈতিক

সরলার্থঃ যিনি সুখস্বরূপ, জগৎ সংসারের উত্তম সুখসমূহের
দাতা, কল্যাণকারী, মোক্ষস্বরূপ, ধর্মযুক্ত কার্যসমূহের কর্তা, নিজ
ভক্তদের সুখ সমৃদ্ধি প্রদানকারী ও ধর্মকার্যে যুক্তকারী, যিনি
অত্যন্ত মঙ্গলস্বরূপ এবং ধার্মিক মানুষদের মোক্ষসুখ প্রদানকারী—
সেই পরমাত্মাকে বারবার নমস্কার করি।

বৈদিক সঙ্কোপাসনাবিধি

।। ওতম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।।

।। ইতি সংক্ষেপতঃ সঙ্কোপাসনাবিধি সমাপ্তঃ ।।

[বিঃ দ্রঃ— অন্বয়ার্থ এবং প্রমাণাদিসহ বিস্তারিত জানতে মহর্ষি
শ্রীমদ্রায়ানন্দ সরস্বতী স্বামী নির্মিত “পঞ্চমহাযজ্ঞবিধি” পুস্তক দ্রষ্টব্য।]

বৈদিক সঙ্কোপাসনার ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার উপায়

বৈদিক সঙ্কোপাসনার ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখতে
আপনার মোবাইলে নিচের QR Code টি স্ক্যান করুন-

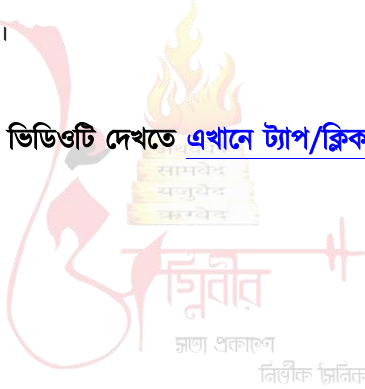


বৈদিক সন্ধ্যোপাসনাবিধি

অথবা, নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন-

১. প্রথমে Youtube এ প্রবেশ করুন
২. বৈদিক সন্ধ্যোপাসনা পদ্ধতি বাংলাদেশ অগ্নিবীর - লিখে সার্চ করুন, যদি মোবাইলে বাংলায় টাইপ করতে না পারেন তাহলে Vedic Sandhya Bangladesh Agniveer লিখে সার্চ করুন।

সরাসরি ভিডিওটি দেখতে [এখানে ট্যাপ/ক্লিক করুন](#)



বৈদিক সন্ধ্যোপাসনাবিধি

“বৈদিক সন্ধ্যোপাসনাবিধি” ই-পুস্তকটি
বাংলাদেশ অগ্নিবীর এর দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য



।। স্বাধ্যায় প্রকাশনী কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ।।

বাংলাদেশ অগ্নিবীর ও স্বাধ্যায় প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত
ও প্রকাশিতব্য অন্যান্য পুস্তকের তালিকা

• সামবেদ ভাষ্যানুবাদ ১ম খণ্ড

বাংলা ভাষায় এই প্রথম বেদাঙ্গ অনুসরণ করে অনুবাদিত বিশুদ্ধ বেদভাষ্য।

• চতুর্বেদ চতুর্শতকম্ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

চার বেদের চারশত ভক্তিমূলক মন্ত্রের পদার্থ ও ভাবার্থসহ সরল বাংলা ভাষায় অনুবাদ।

• বেদসার (টীকায়ুক্ত নতুন সংস্করণ)

চার বেদের চারশত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রের বাংলা অনুবাদ।

• ওঙ্কার মাহাত্ম্য (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

ঈশ্বরের মুখ্যনাম 'ওতম্' এর গূঢ় তাৎপর্য, গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের শাস্ত্রীয় প্রমাণাদির সমাবেশ ও প্রাজ্ঞল ব্যাখ্যা।

• স্বাধ্যায় (পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ)

সনাতন ধর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও যৌক্তিকভাবে সব প্রশ্নের উত্তরের সমাবেশ।

• উপনিষদ্ সংগ্রহ ১ম খণ্ড

নয়টি প্রধান উপনিষদের বৈদিক ব্যাখ্যার সংকলন, যা পাঠ করে পাঠক সহজে উপনিষদের অমৃত সুধা পান করতে পারবে।

• ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী বিরচিত এই গ্রন্থটি চতুর্বেদেব স্বাধ্যায়ের পূর্বে অবশ্য পাঠ্য। বেদ, বেদাঙ্গ, ইতিহাস, ভাষ্য, উপাসনা, ব্রহ্মবিদ্যা, বেদে বর্ণিত বিবিধ বৈজ্ঞানিক তথা সামাজিক বিদ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনামূলক গ্রন্থ।

• বৈদিক ধর্মধারা (নতুন সংস্করণ)

সহজ ভাষায় দুই বন্ধুর সংলাপের মাধ্যমে বৈদিক ধর্মের মূল মান্যতাগুলো যুক্তিভিত্তিক বর্ণন।

• সমর্পণ (নতুন সংস্করণ)

দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় ও ব্যবহৃত বেদমন্ত্রের সংকলন।

• যজ্ঞোপবীত (নতুন সংস্করণ)

যজ্ঞোপবীত পরার কারণ, যজ্ঞোপবীতের মাহাত্ম্য, গুরুত্ব ও শাস্ত্রীয় প্রমাণের সমন্বয়।

• সাংখ্য দর্শন

মহর্ষি কপিল প্রণীত ষড়্দর্শনের অন্যতম এই দর্শনটির বৈদিক ব্যাখ্যা।

• যোগ দর্শন

মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত ষড়্দর্শনের অন্য এই দর্শনটির ব্যাসভাষ্য অনুসারে ব্যাখ্যা।

বৈদিক সঙ্কোপাসনাবিধি

• মৃত্যুর পরপারে

মৃত্যুর পরে জীবের গতি, অবস্থা প্রভৃতির শাস্ত্রীয় আলোচনা।

• সংস্কারবিধি (টীকা ও নতুন সংস্করণ)

বেদাদি শাস্ত্র অনুসারে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন ব্যক্তির যে ষোলোটি সংস্কার পালন করতে হয় সেই বিধির সমাবেশ এই বইটি।

• শ্রাদ্ধ ও পরলোক

প্রকৃত শ্রাদ্ধ কোনটি ও পরলোক বলতে মূলত কি বোঝায় এসকল প্রশ্নের শাস্ত্রীয় সমাধান।

• বৈদিক সঙ্কোপাসনাবিধি

বৈদিক মতে ঈশ্বরের উপাসনা করার নিয়মাবলী।

